গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১

(১-৫)আমি পৌল একজন হাওয়ারি- এই হাওয়ারি-পদ আমি কোনো মানুষের কাছ থেকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষের দ্বারা পাইনি, বরং হযরত ইসা মসিহ এবং যিনি তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন, সেই প্রতিপালক আল্লাহই আমাকে নিযুক্ত করেছেন- এবং আমার সংগে যে-ইমানদারেরা (অর্থাৎ আল্লাহর পরিবারের যে সদস্যরা) আছেন, আমরা সবাই গালাতীয় ইমানদার-দলগুলোর কাছে লিখছি: আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং হযরত ইসা মসিহের রহমত ও শান্তি তোমাদের সাথে থাকুক, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে, এই মন্দ সময়ের হাত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে, আমাদের গুনাহের জন্য হযরত ইসা মসিহ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, চিরদিন ও অনন্তকাল আল্লাহর প্রশংসা হোক। আমিন।

(৬-৭)আমি খুব অবাক হচ্ছি যে, মসিহের অনুগ্রহে যিনি তোমাদেরকে ডেকেছিলেন, তোমরা এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্যাগ করে অন্যরকম সুখবরের দিকে ঝুঁকে পড়ছো- আসলে অন্য কোনো সুখবর নেই, বরং এমন কিছু লোক আছে, যারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে, আর মসিহের সুখবর বিকৃত করতে চাইছে।

(৮)কিন্তু যে-সুখবর আমরা তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা থেকে আলাদা কোনো সুখবর যদি তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়- তা আমরা নিজেরাই করি বা বেহেস্ত থেকে কোনো ফেরেস্তাই করেন- তাহলে সেই ব্যক্তির উপরে অভিশাপ পড়ক!

(৯)আমরা যেমন আগে বলেছি, তেমনি আমি এখন আবারও বলছি, যে-সুখবর তোমরা গ্রহণ করেছো তা থেকে আলাদা কোনো সুখবর যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, তাহলে তার উপর অভিশাপ পড়ুক!

(১০)আমি কি মানুষের অনুমোদন চাইছি, না আল্লাহর অনুমোদন চাইছি? কিংবা আমি কি মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করছি? আমি যদি এখনও মানুষকে খুশি করতে চেষ্টা করতাম, তাহলে তো আমি মসিহের খাদেম হতাম না।

(১১-১২)ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে, তোমারা এই কথা জানো যে, আমি যে-সুখবর প্রচার করেছি তা কোনো মানুষের কাছ থেকে আসেনি; কারণ, আমি তা কোনো মানুষের কাছ থেকে পাইনি, কিংবা কোনো মানুষ আমাকে তা শেখায়নি, বরং হযরত ইসা মসিহ নিজেই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছেন।

[১৩]তোমরা নিশ্চয়ই ইহুদি ধর্মে আমার পূর্বের জীবন-যাপনের কথা শুনেছো, আমি আল্লাহর কওমের উপর ভীষণ অত্যাচার করতাম ইমানদার-দলের এবং তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করতাম।

[১৪]ইহুদি ধর্ম পালনের ব্যাপারে আমার সমবয়সী অনেক ইহুদিকেই আমি ছাড়িয়ে গিয়েলাম; কারণ পূর্বপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে অনেক বেশী উদ্দোগী।

[১৫-১৭]কিন্তু আল্লাহ, যিনি আমার জন্মের আগেই আমাকে আলাদা করে রেখেছিলেন, দয়া করে আমাকে ডেকেছিলেন। আমি যেন অ-ইহুদিদের কাছে মসিহের বিষয়ে প্রচার করি, সেই জন্য আল্লাহ যখন তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে আমার কাছে প্রকাশ করলেন, তখন আমি কোনো মানুষের সংগে পরামর্শ করিনি। এমনকি যারা আমার আগে হাওয়ারি হয়েছিলেন, তাদের সংগে দেখা করতে আমি জেরুসালেমেও যাইনি। আমি বরং তখনই আরব দেশে চলে গেলাম এবং পরে আবার দামেস্কে ফিরে এলাম।

[১৮]এর তিন বছর পর আমি হযরত সাফওয়ান রা. সংগে দেখা করতে জেরুসালেমে গেলাম এবং তার সংগে পনেরো দিন থাকলাম।

[১৯]কিন্তু তখন হযরত ইসা মসিহের ভাই হযরত ইয়াকুব রা. ছাড়া অন্য কোনো হাওয়ারিকেই আমি দেখতে পাইনি।

[২০]আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি, তার কিছুই আমি মিথ্যা বলছি না, আল্লাহই তার সাক্ষী।

[২১-২২]তারপর আমি সিরিয়া প্রদেশ ও কিলিকিয়ার বিভিন্ন জায়গায় গেলাম, তখনও ইহুদিয়ার মসিহে ইমানদার দলগুলো আমার পরিচয় জানতে পারেনি;

[২৩]তারা কেবল এই কথা শুনেছিলো, "আগে যে-লোক আমাদের ওপর অত্যাচার করতো, সে এখন সেই ইমানের কথাই প্রচার করছে, যে ইমান সে এক সময় ধ্বংস করতে চেয়েছিলো।"

[২৪]আর আমার কারণে জন্য তারা আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো।